HUMAN RIGHT
OMMISSION
OLKATA - 91

NOTE SHEET

FileNo - 92/WBHRC/SMC/17.

02-03-2017

Enclosed is the news item clipping of the Bartaman a Bengali daily dated 2nd March, 2017, the news is captioned "এবার অশোকনগরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, পরিবারের বিক্ষোভ".

The Chief Medical Officer of Health, North 24 Parganas is directed to furnish a report by 3rd April, 2017

Superintendent of Police, North 24 Parganas is directed to submit a detailed report in this respect by 3rd April, 2017 enclosing thereto :-

(a) Address and particulars of the victim

(b) Copy of F.I.R.

(c) Copy of post mortem report and

(d) statement of the family members of the victim.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.02-03-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned newspapers.

বর্তমান ০২/০৩/২০১৭

এবার অশোকনগরের সরকারি হাসপাতালে গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, পরিবা

বিএনএ, বারাসত: বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের পর এবার চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে এ ব্যাপারে রোগীর পরিবারের লোকজন হাসপাতালে বিক্ষোভও দেখান। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রোগীর নাম কামনা দাস (৩২)। তিনি 'খর্বকায়' ছিলেন। অশোকনগরের জনকল্যাণপল্লি এলাকায় তাঁর বাড়ি।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কামনার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ক্রমশ তাঁর শারীরিক অসুবিধা বাড়তে থাকে। শ্বাসকষ্টের কারণেই মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ পরিবারের লোকজন তাঁকে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগে নিয়ে যান। পরিবারের দাবি, সেখানে তখন একজন চিকিৎসক এবং একজন নার্স ছিলেন। রোগীর অসুবিধার কথা জানানোর পর তাঁরা একটি ইঞ্জেকশন দেন। তারপর তাঁকে নেবুলাইজার দেওয়া হয়। অভিযোগ, ওই চিকিৎসক নাকি পরিবারের লোকজনদের বলেন, রোগী ঠিক আছেন। ভরতি রাখার প্রয়োজন নেই। ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। সুস্থ হয়ে যাবেন। বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু, পরিবারের দাবি, তখন রোগীর অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। তখনও চরম শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু, চিকিৎসক বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়ে রোগীকে নিয়ে আসেন। যদিও এই ঘটনার পর ওই চিকিৎসক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, তিনি রোগীকে বাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলেননি। পরিবারের দাবি, বাড়িতে ফিরেও রোগীর শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। কিছুতেই কমছিল না। বুধবার ভোরের দিকে শ্বা ব্যাপক বেড়ে যায়। তারপর ফের ভোর নাগাদ কামনাকে হাসপাতালের এমার বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালেই মারা যান তিনি। তারপরই ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন। বিক্ষোভও দেখান। তাঁদের অভিযোগ, প্রথম যখন রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনই ঠিক চিকিৎসা করে ভরতি রাখা হত, তাহলে ঘটনা ঘটত না। কিন্তু, তা না করে ওই একজন মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতাল থেকে